Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াহ কেমন ছিলো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা বেগম

রোলঃ 23090121743

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীদের দাওয়াহ কেমন ছিলো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা বেগম

রোলঃ 23090121743

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীদের দাওয়াহ কেমন ছিলো " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা বেগম, আইডিঃ 23090121743 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীদের দাওয়াহ কেমন ছিলো " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আফরোজা বেগম

আইডিঃ 23090121743

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গবেষণার উদ্দেশ্য 7

গবেষণার সীমাবদ্ধতা 8

দাওয়াহ'র মৌলিক ধারণা 9

১.১ দাওয়াহ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 9

দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ: 9

২.২ কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে দাওয়াহ এর গুরুত্ব ও ফযীলত: 10

৩.৩ নবীদের দাওয়াহ এর মূল লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু 13

৩.৪ দাওয়াহ এর কাজে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব: 16

নবীদের দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য 18

২.১ তাওহীদ-কেন্দ্রিক আহ্বান 18

২.২ হিকমাহ ও কোমলতা 19

২.৩ ধৈর্য ও সহনশীলতা 19

২.৪ নিকটস্থ মানুষের কাছে দাওয়াহ 20

২.৫ উত্তম আখলাকের মাধ্যমে দাওয়াহ 20

২.৬ ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা 21

নবীদের দাওয়াহর পদ্ধতি ও সাধনা। 22

৩.১ হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াহর পদ্ধতি 22

৩.২ হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াহর পদ্ধতি। 24

৩.৩ হজরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা 25

৩.৬ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা। 27

৩.৫ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা 30

চতুর্থ অধ্যায়: নবীদের দাওয়াহর পথে বাঁধাসমূহ, সফলতা ও প্রতিক্রিয়া 35

৪.১ নবীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন 35
৪.২ হিজরত করতে বাধ্য হওয়া 36
৪.৩ অনুসারীদের উপর নির্যাতন 36
৪.৪ ইমানদার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 37
৪.৫ সামাজিক সংস্কার 37
৪.৬ তাওহীদের প্রতিষ্ঠা 38
৪.৭ নবীদের ধৈর্য ও প্রতিক্রিয়া 38
৪.৮ শত্রুদের জন্য দোয়া 38
৪.৯ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় থাকা 39
পঞ্চম অধ্যায়: বর্তমান যুগে নবীদের দাওয়াহ থেকে শিক্ষা 40
৫.১ ব্যক্তিগত জীবনে দাওয়াহর প্রয়োগ 40
৫.২ চরিত্র গঠন ও আমলের মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করা 41
৫.৩ পারিবারিক ও সামাজিক দাওয়াহ 41
৫.৪ পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি 42
৫.৫ ভাষা ও আচরণে হিকমাহর প্রয়োগ 43
৫.৬ জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াহ 44
উপসংহার 45

ভূমিকা

শুরু করছি সমস্ত প্রশংসা একমাত্র হকদার ও একমাত্র ইলাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নামে। রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক জগতের শ্রেষ্ট মানব রাসূল ﷺ এর উপর।
ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একমাত্র মনোনীত দ্বীন। দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জিবরাইল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী-রাসুলের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। আল্লাহ নবী-রাসুলগণকে উনার মহত্ত্ব ও একত্ববাদের শিক্ষা এবং বিধিনিষেধ সম্পর্কে শিখিয়েন। নবী ও রাসূলগনের (আলাইহিমুস সালাম) মাধ্যমেই মানব জাতি তাদের মহান প্রতিপালক সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

ইসলাম সর্বযুগের ধর্ম। যুগের পরিক্রমায় অনেক কিছু পরিবর্তন হলেও ইসলামের মূল ভিত্তি ও বিধিনিষেধ রয়েছে অপরিবর্তিত। নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) নিরলস প্রচেষ্টায় আল্লাহর জমিনে উনার দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে, আলহামদুলিল্লাহ। নবীদের দাওয়াহ ও দাওয়াহ পদ্ধতির মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। কিভাবে দাওয়াহ পরিবার থেকে শুরু করে সর্ব সাধারণের মাঝে পৌঁছে দেওয়া যায়। সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনায় কিভাবে দাওয়াহ এর কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যায়। দাওয়াহ’র প্রাঙ্গনে ধৈর্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, হিকমাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শিক্ষা উনাদের দাওয়াহ থেকেই পেয়ে থাকি। দাওয়াহ পৌঁছানোর বিষয়ে আল্লাহর হাবীব, আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় রাসূল ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة"

অর্থ:"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।"

রাসূল ﷺ এর উম্মত হিসেবে দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়ার এই দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই আমাদের সেই পথ ই অবলম্বন করতে হবে যেই পথ ছিলো আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম)। সেই পথেই হাঁটতে হবে যেই পথে হেঁটেছেন আল্লাহর সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার মনোনীত সম্মানিত বান্দাগণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমানে মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। অমুসলিমদের দাওয়াহ দেওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ একজন মুসলিমকে দাওয়াহ'র মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে আমরা অনেকেই জানি না দাওয়াহ কি, দাওয়াহ কিভাবে দিতে হয়। দাওয়াহ এর তাৎপর্য কি?
মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা এবং তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ও বিধিনিষেধসমূহ আল্লাহর আইনের আলোকে সুশাসনের দিকে পরিচালিত করা। সংক্ষেপে বলে গেলে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার এই পদ্ধতিকে দাওয়াহ বলা হয়। আদম (আ.) থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত প্রতিটি নবী-রাসূলের সর্বোচ্চ দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা।
বর্তমান সময়ে নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় উদাসীনতা, অন্যায় -অত্যাচার, স্বৈরাচার, সামাজিক বৈষম্য, প্রযুক্তিগত বিভ্রান্তি, ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা এবং মূল্যবোধের সংকটের প্রেক্ষাপটে নবীদের দাওয়াহ পদ্ধতি নতুন করে গবেষণার দাবি রাখে। কারণ নবীদের দাওয়াহ পদ্ধতি কেবল ইতিহাস কিংবা গল্প নয়; যে শুনলাম তৃপ্ত হলাম অতঃপর ভুলে গেলাম বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও দিকনির্দেশনামূলক।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো নবীদের দাওয়াহ পদ্ধতিকে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা, তাঁদের কৌশলগুলোর তুলনামূলক মূল্যায়ন করা এবং আধুনিক দাওয়াহর জন্য একটি বাস্তবসম্মত ভিত্তি তৈরি করা। সমাজকে সংস্কারের জন্য উম্মাতে মুহাম্মদীকে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি গঠনমূলক ও গবেষণামূলক তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে সাহায্য করা যেন তা উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিতে সহায়ক হয়। কাকে? কিভাবে ও কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সেই সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই জগতে আল্লাহর পরিকল্পনা, আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর কালাম ব্যতীত সবকিছুরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির কাজের সীমাবদ্ধতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। মানুষ যতই গবেষণা করুক না কেন তার পক্ষে কখনোই সীমাবদ্ধতা ব্যতীত কাজ উপস্থাপন সম্ভব নয়। এই গবেষণারও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা হতে পা ের ভাষাগত কিংবা তথ্যগত সীমাবদ্ধ। গবেষণার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করা গবেষণাকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য করে।

১. তথ্যসূত্রের সীমাবদ্ধতা

সব নবীর দাওয়াহ সম্পর্কে কুরআনে সমান বিস্তারিত তথ্য নেই। নবীদের দাওয়াহ এবং নবীদের জীবনী সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা বাইবেল, তাওরাত থেকে পেয়ে থাকি। উলামায়ে কেরামগণের মতামত অনুযায়ী যতটুকু যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নিতে ক্ষতি নেই ততটুকু নেওয়া জায়েজ। তাই আমরাও সেইসব তথ্য ইন্টারনেট এবং বই ঘাটাঘাটির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকি। অনেক নবীর ইতিহাস সংক্ষেপে এসেছে, যা তুলনামূলক বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু বিষয় শব্দের অভাবে অস্পষ্ট ও থাকতে পারে।

২. সময় ও পরিসরের সীমাবদ্ধতা

গবেষণার সুযোগ সীমিত হওয়ায় প্রতিটি নবীর দাওয়াহ পদ্ধতিকে গভীরভাবে বর্ণনা করা সবসময় সম্ভব না। তাই কয়েকজন নবীর দাওয়াহ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানেও বেশ বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করা সম্ভব হয়নি সময়ের স্বল্পতার কারণে হয়ে উঠেনি।

৩. অনুবাদগত ও ব্যাখ্যাগত ভিন্নতা

আরবি উৎস অনুবাদে অর্থের সংক্ষিপ্ততা বা পরিবর্তন হতে পারে, যা বিশ্লেষণে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রত্যেকের চিন্তার ধরণ ভিন্ন তাই কিছু ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকতে পারে।

৪. গবেষকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার সীমা

গবেষকের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হতে পারে। ইসলামি গবেষণায় ইখতিলাফ (মতভেদ) স্বাভাবিক, তবে তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে।

আল্লাহ যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য আমাকে ক্ষমা করুক, এই মেহনত কবুল করুক। আমিন।

দাওয়াহ’র মৌলিক ধারণা

১.১ দাওয়াহ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একমাত্র মনোনীত দ্বীন। যুগে যুগে আল্লাহ বহু নবী রাসূল পাঠিয়েছেন তাওহীদের দিকে আহবানের জন্য। ইসলামি দাওয়াহ হলো ইসলাম প্রচার ও আহ্বানের একটি প্রক্রিয়া। যার মূল লক্ষ্য মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। দাওয়াহ এর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিকে আহ্বান করা হয়। দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং মানুষকে ঐক্যের পথে ডাকা হয়। দাওয়াতের আক্ষরিক অর্থ 'ডাকা' বা 'আমন্ত্রণ করা'

শাব্দিক অর্থ:
“দাওয়াহ” (الدعوة) শব্দটি আরবি মূল “দা‘আ” (دعا) ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো।

অর্থাৎ কাউকে কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করা বা আমন্ত্রণ জানানোই দাওয়াহর মৌলিক অর্থ।

দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াহ বলতে বোঝানো হয়—

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা, ইমান, তাওহীদ, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি আমন্ত্রণ জানানো।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا-

'আল্লাহর দিকে দাওয়াত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁরা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তাঁরা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহবান জানানো। [মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৭।]

শায়খ খিজির হুসাইন বলেন,

حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل-

'মানুষকে কল্যাণ, হেদায়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করা'।
[আদ-দাওয়াত ইলাল ইসলাহ, পৃঃ ১৭।]

২.২ কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে দাওয়াহ এর গুরুত্ব ও ফযীলত:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْم.ٌ

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে' (হা-মীম সিজদা ৩৩-৩৪)।

আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দাওয়াত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার বিনিময়ে মানুষ সবচেয়ে উত্তম হতে পারে। দাওয়াহ দিতে হবে নম্রভাবে এর ফলে

পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বভাব ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بَالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ- أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.

‘অতঃপর (আল্লাহর নৈকট্য তারাও লাভ করতে পারে) যারা ইমান আনে এবং পরস্পরে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে দয়া করার উপদেশ দেয়। তারাই হল ডানপন্থি, তারাই সফল’ (বালাদ- ১৭)।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার হয়, ধৈর্যশীল হয় এবং পরস্পর দয়া ও করুণা করতে শেখে যা মানব সমাজে নিতান্ত প্রয়োজন।

আল্লাহ বলেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ.

‘কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়’ (সূরা- আসর)।

সূরা আসর মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সূরা নির্দেশ করে মানুষ ইহকালীন অমনোযোগীভাব আমাদের আখিরাতকে কতটা ক্ষতির মাঝে ফেলে দিতে পারে। বিবেক দিয়ে বিবেচনা করলে আমরা এই ক্ষতি উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার এখানে হক্ব এর দাওয়াত দিতে বলেছেন। আর হক্ব এর দাওয়াত দিতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করতে বলেছেন এবং যারা পরস্পরকে হক্বের পথে উপদেশ দানকারী তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলেছেন।

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِه.

আবু মাসঊদ আনসারী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ নেকি পাবে, যে ঐ পথে চলবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/১৯৯ 'ইলম' অধ্যায়)।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (দাওয়াতের মাধ্যমে) ইসলামের একটি (মৃত) সুন্নাত চালু করবে সে তার নেকি পাবে এবং ঐ সুন্নাতের প্রতি মানুষ আমল করে যত নেকি পাবে তাদের সমপরিমাণ নেকি তার আমলনামায় লেখা হবে, তবে তাদের কারো নেকি কমকরা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ আমল চালু করবে সে জন্য তার পাপ রয়েছে। আর ঐ মন্দ আমল করে যত লোক যে পরিমাণ পাপ অর্জন করবে সবার সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লেখা হবে। তবে তাদের কারো পাপ এতটুকুও কম করা হবে না' (মুসলিম, মিশকাত হা/২১০; বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, হা/২০০'ইলম' অধ্যায়)।

৩.৩ নবীদের দাওয়াহ এর মূল লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু

যদিও মানব জাতির সূচনা হয়েছে আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে পরবর্তীতে সময়ের আবর্তনে মানুষের মাঝে শিরক ঢুকে গিয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ তাদের ইলাহ'কে ভুলে গিয়েছে। তাই বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিক পথে আহ্বান করার জন্য, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এসম্পর্কে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْه.

"(শুরুতে) সমস্ত মানুষ একই দ্বীনের অনুসারী ছিল। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তখন) আল্লাহ নবী পাঠালেন। যারা (সত্যপন্থীদের) সুসংবাদ শোনাত এবং (মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করত। আর তাঁদের সঙ্গে সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল

করলেন। যাতে তাঁরা মানুষের মধ্যকার মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৩)

নবীগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তু মৌলিকভাবে দুটি।

এক. ইমান।

দুই. আমল।

অন্যভাবে বললে এক হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস। দুই হচ্ছে শরীয়তের পালনীয় বিধি-বিধান।

এক. আকীদা-বিশ্বাস

নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস। এ আকীদা মানুষকে তার রবের সাথে তার সম্পর্কের সঠিক পথ দেখায়। তাকে সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করে। মানুষের সঠিক কর্মপন্থা, প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য আকীদার উপর নির্ভরশীল।

নবীগণের দাওয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা প্রধানত তিন ধরনের আকীদার উল্লেখ দেখতে পাই।

১. সকল নবী-রাসূল মানুষকে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাওহীদের এ বাণী আল্লাহ তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۝

"আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি অবশ্যই এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব, আমার ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া ২১: ২৫)

২. নবী রাসূলগণ উম্মতকে স্বীয় রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত, বিশ্বস্ত। তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদবাহী। জাহান্নামের সতর্ককারী। একমাত্র তাঁদের অনুসরণের

মাঝেই মানুষের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। এ মহান বিশ্বাসের প্রতি তাঁরা উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন, আমাদের প্রিয়নবীকে আল্লাহ তাআলা একথা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন যে—

اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰہَ ؕ اِنَّنِیۡ لَکُمۡ مِّنۡہُ نَذِیۡرٌ وَّ بَشِیۡرٌ ۙ

"(এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।"

হযরত নূহ আ. নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন—

قَالَ یٰقَوۡمِ اِنِّیۡ لَکُمۡ نَذِیۡرٌ مُّبِیۡنٌ ۙ

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা নূহ ৭১: ২)

এমনিভাবে হযরত মূসা, হুদ, সালেহ, লূত ও শুআইব (আ.) নিজ নিজ উম্মতকে এ দাওয়াত দিয়েছিলেন যে-

اِنِّیۡ لَکُمۡ رَسُوۡلٌ اَمِیۡنٌ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوۡنِ

"*আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনগত্য কর।" (সূরা শুআরা ২৬: ১২৫-১২৬)*

৩. নবীগণ মানুষকে পরকালের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব, আমলনামা পরিমাপকরণ, বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবস এবং আখেরাতের কঠিন আযাবের ব্যাপারে তাঁরা উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন। যেমন, হযরত হুদ (আ.) নিজ উম্মতকে বলেছেন—

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

"*আমি তো তোমাদের ব্যাপারে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি।" (সূরা শুআরা ২৬: ১৩৫)*

এছাড়া আকীদার অন্যান্য শাখা যেমন, ফিরিশতা, আসমানী কিতাব ও ভালো-মন্দের তাকদীরে বিশ্বাসের প্রতিও নবীগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন।
দুই. ইবাদত

আকীদার পর দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইবাদত। সকল নবী রাসূলের দাওয়াতে এ বিষয়ে অপরিসীম তাকিদ করা হয়েছে। মানবজাতির সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে।" (সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৬)

ইবাদত অর্থ আল্লাহর উপাসনা। যেমন, নামায, রোযা, হজ, যাকাত, যিকির, তিলাওয়াত, ই'তিকাফ, কুরবানী ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা। সকল নবী-রাসূল নিজ উম্মতকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর।"(সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের বিবরণীতে বিভিন্ন ইবাদতের উল্লেখ পাওয়া যায়।
আকীদা, ইবাদত ছাড়াও মুআমালাত-লেনদেন, মুআশারাত-সামাজিক কর্তব্য ও অধিকার, সিয়াসাত-রাজনীতি,উত্তম আখলাক-শিষ্টাচার এসব বিষয়বস্তু নবীদের দাওয়াহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

৩.৪ দাওয়াহ এর কাজে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব:

পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه-ُ
"হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না"। (মায়েদাহ ৫:৬৭)

রাসূল (ﷺ)-এর অবর্তমানে দাওয়াতের এই গুরুভার তাঁর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। সেকারণে এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না, বরং তা পালন করতে হবে যথাযথভাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন—

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ' .ِ

"তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি এটা তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা বাধা দিবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা (তাকে ঘৃণা করবে)। আর এটাই হল দুর্বলতম ঈমান"।(মুসলিম ৪৯, ঈমান অধ্যায়)

নবীদের দাওয়াহ'র বৈশিষ্ট্য

নবীগণের দাওয়াহ পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন। তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নির্দেশ মোতাবেক তাদের অনুসারীদের কিংবা সম্প্রদায়কে দাওয়াহ দিতেন। দ্বীনের পথে, কল্যাণের পথে আহ্বান করতেন। নবী-রাসুলগণ এই দায়িত্বে ছিলেন সর্বোচ্চ আদর্শ। তাঁদের দাওয়াহ ছিল একান্ত আল্লাহকেন্দ্রিক। তাঁরা ছিলেন হিকমাহ এর অধিকারী বাগ্মি, কোমলবাসী, ধৈর্য্যশীল ও সহনশীল। এই অধ্যায়ে নবীদের দাওয়াহর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হবে, যার মাঝে রয়েছে আজকের দাঈদের জন্য দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা।

২.১ তাওহীদ-কেন্দ্রিক আহ্বান

নবীদের দাওয়াহর প্রথম ও প্রধান ভিত্তি ছিল তাওহীদ। তাওহীদ এর মানে হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক না করা। প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে প্রথমেই তাওহীদের দিকে আহ্বান করতেন এসম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

"يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُه"ُ

"হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তোমাদের তাঁর ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" (সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৯)

এখানে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এখানে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাওহীদের এ বাণী আল্লাহ তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَیْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর প্রতি অবশ্যই এ ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব, আমার ইবাদত কর।" (সূরা আম্বিয়া (২১) : ২৫)

তাওহীদের এই আহ্বান মানুষকে মুক্ত করে জুলুম, কুসংস্কার, মূর্তিপূজা, নফসের গোলামি ও মানবনির্ভর ব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে। নবীদের দাওয়াহর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরিয়ে আনা এবং ইনসাফ (ন্যায়)ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

২.২ হিকমাহ ও কোমলতা

নবীগণ আহ্বান দিতেন হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও কোমল ভাষায়। তাঁরা কখনো তাড়াহুড়ো কিংবা আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। তাঁরা সর্বদা হিকমাহ অবলম্বন করতেন অন্যথায় আল্লাহর ওহীর অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁদের দাওয়াহ এর ভাষায় ছিলো সর্বদা কোমলতা। অন্যের রূঢ় আচরণের বিপরীতে নবীগণ কোলমতাকে প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন—

"فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ"

"তোমরা তার সঙ্গে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় করবে।" (সূরা ত্বাহা, ২০:৪৪)

দাওয়াহর ক্ষেত্রে রূঢ়তা বা বিতর্ক নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা, নরম ভাষা ও সময়োপযোগী উপস্থাপনই কার্যকর। নবীগণ কখনো অহংকার, অবজ্ঞা বা ক্রোধ দেখাননি। বরং তাঁদের বাক্য ও আচরণ মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করতে, তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাঁদের সাথে যারা শত্রুতা অবলম্বন করেছিলো তারাও কখনো নবীদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। আল্লাহর নবীগণ এমনই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, সুবহানাল্লাহ।

২.৩ ধৈর্য ও সহনশীলতা

দাওয়াহর পথে নবীগণ অসীম ধৈর্য (সবর) প্রদর্শন করেছেন। তারা নির্যাতন, অবমাননা, অপদস্ততা, এমনকি জীবননাশের হুকমি থেকে সামাজিক প্রতিপত্তির লোভ দেখানো সহ সকল

প্রতিকূলতার মধ্যেও দাওয়াহ থামাননি। কোনো কিছুই নবীদের দাওয়াহ এর পথ থেকে সরাতে পারেনি। নবীরা তো ছিলেন সত্যের বার্তাবাহক। যখনই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে আদেশ দেন—

"فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ"

"তুমি ধৈর্য ধর যেমন দৃঢ়চিত্ত নবীগণ ধৈর্য ধরেছিলেন।" (সূরা আহকাফ, ৪৬:৩৫)

নূহ (আ.) নয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে দিন-রাত দাওয়াহ চালিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তায়েফে রক্তাক্ত হয়েও তাদের জন্য বদ দু'আ এর পরিবর্তে দু'আ করেছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতা নবীদের দাওয়াহর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দাঈদের জন্য অনন্ত শিক্ষা।

২.৪ নিকটস্থ মানুষের কাছে দাওয়াহ

নবীগণ সর্বপ্রথম আহ্বান করতেন নিজ পরিবার ও আত্মীয়দের। নিকট আত্মীয়দের দাওয়াহ দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين"

"আর তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর।" (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:২১৪)

পরিবার হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম স্তর। নবীগণ জানতেন যদি নিকটজনেরা ইমান গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মাধ্যমে সমাজে দাওয়াহ সহজে ছড়িয়ে পড়বে। নিকটস্থ মানুষদের দাওয়াহ দেওয়ার বিষয়ে যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনীতে দেখি, আমরা দেখতে পাই তিনি সর্বপ্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা), চাচাতো ভাই আলী (রা), বন্ধু আবু বকর (রা) প্রমুখকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে, তাওহীদের ছায়ায় আহ্বান করেছিলেন।

২.৫ উত্তম আখলাকের মাধ্যমে দাওয়াহ

নবীদের দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশালী দিক ছিল আচরণভিত্তিক দাওয়াহ। মানুষ মানুষের আচরণ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। এজন্য বলা হয়ে থাকে কারো কোনো আচরণ

পরিবর্তন করতে হলে আগে নিজের মাঝে সেই আচরণ গড়ে তুলে চর্চা জরুরি। কারণ নিকটস্থ মানুষকে মানুষের আচরণ প্রভাবিত করে। আরবের জাহিলিয়াতের মাঝেও রাসূল (ﷺ) ছিলেন অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। কুরাইশগণ রাসূল (ﷺ) এর তাওহীদের পথে আহ্বানে বাঁধা দানকারী হিসেবে কাজ করলেও কখনোই রাসূল (ﷺ) এর উত্তম আখলাকের বিষয়ে অপবাদ দিতে পারেনি। তাঁরা নিজেরাও রাসূল (ﷺ) এর উত্তম আখলাকে অভিভূত হতো। তিনি ছিলেন আল-আমিন (বিশ্বস্ত) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন—

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ"

"আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য।" (হাদীস: আহমাদ)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রাসূল (ﷺ) এর আখলাক সম্পর্কে বলেছেন-

তাঁর সততা, দয়া, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ক্ষমাশীলতা মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইসলামের প্রসার হয়েছে শুধু দাওয়াহ পৌঁছানোর মাধ্যমে নয়, বরং নবীদের আদর্শ চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমে। উত্তম আখলাক দাওয়াহর নীরব কিন্তু সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

২.৬ ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা

নবীদের দাওয়াহ ছিল অবিরাম ও অবিচল প্রচেষ্টা।
নূহ (আ.) তাঁর জাতির সম্পর্ক বলেন—

"رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا"

"হে আমার রব! আমি আমার জাতিকে রাত্রি ও দিন আহ্বান করেছি।" (সূরা নূহ, ৭১:৫)

নবীগণ কখনো ফলাফলের চিন্তা করেননি, বরং দায়িত্ব পালন করেছেন পূর্ণ নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে। তাঁরা জানতেন হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, মানুষের দায়িত্ব শুধু আহ্বান করা। এই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাই দাওয়াহর প্রকৃত সৌন্দর্য। নবীদের দাওয়াহর বৈশিষ্ট্যসমূহ; তাওহীদে দৃঢ়তা, হিকমাহপূর্ণ উপস্থাপন, ধৈর্য, উত্তম আখলাক ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। আর এসব বৈশিষ্ট্যই আজও দাওয়াহর সাফল্যের ভিত্তি। আধুনিক সমাজে যে ব্যক্তি এই গুণাবলি অর্জন

করবে, সে-ই হবে প্রকৃত দাঈ; নবীদের উত্তরসূরি। তাঁদের দাওয়াহর পদ্ধতি আমাদের শেখায়, সত্যের পথে যত বাঁধাই আসুক, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দায়িত্ব পালনই হলো সফলতার মূল চাবিকাঠি।

নবীদের দাওয়াহর পদ্ধতি ও সাধনা।

প্রত্যেক নবীদের দাওয়াহ এর উদ্দেশ্য নিসন্দেহে এক ও অভিন্ন ছিলো। তাঁদের দাওয়াহ এর মাঝে মিল থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে যুগ অনুযায়ী কৌশলগত ভিন্নতা ছিলো। নবীর (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহর পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ, ধৈর্য ও ফলাফল নিয়ে নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

৩.১ হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াহর পদ্ধতি

হযরত নূহ (আ.) মানব ইতিহাসের প্রথম রাসূলদের একজন, যিনি তাঁর জাতির কাছে দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াহর কাজ পরিচালনা করেন। নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার পরেও তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াহ এর কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিলো এমন যে তিঁনি দাওয়াহ দিলে তারা কানে হাত দিয়ে দিতো। যারা তাওহীদের অনুসরণ করতো তাদেরকেও কটাক্ষ করা হতো।

দাওয়াহর মূল লক্ষ্য:

মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা এবং শিরক ও অন্যায় থেকে দূরে রাখা। আল্লাহর অবাধ্যচারণ থেকে ফিরে আনুগত্যের দিকে নিয়ে আসা। মূর্তিপূজা বন্ধ করা। তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য:

ধারাবাহিকতা ও অধ্যবসায়:

নূহ (আ.) এর দাওয়াহ এর ধারাবাকিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন—

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

"তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক নিশ্চয় আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করেছি।" (সূরা নূহ:৫

আগেই বলা হয়েছে নূহ (আ.) দীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে তাঁর সম্প্রদায়কে দিন-রাত অবিরাম দাওয়াহ প্রদান করেছেন। অপমান-অপদস্ততা, বিরোধিতা, এড়িয়ে চলা কোনো কিছুই তাঁকে দাওয়াহ এর কাজে বাঁধা দিতে পারেনি।

বহুমাত্রিক আহ্বান:

নূহ (আ.) এর দাওয়াহ পদ্ধতি ছিলো বহুমাত্রিক তিনি নিজ সম্প্রদায়কে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে, উভয়ভাবে আহ্বান করেছেন। তারা যেন সেই ডাকে সাড়া দেন তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে উনার সম্প্রদায়কে যুক্তির মাধ্যমে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতা:

শতাব্দীর পর শতাব্দী অবমাননা, বিদ্রূপ ও নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য হারাননি। এতো এতো আহ্বানের পরও যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি সেই অবস্থার কথাও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا

"কিন্তু আমার আহ্বান তাদের দূরে সরে যাওয়াকেই কেবল বাড়িয়ে তুলেছে।" (সূরা নূহ: ৬)

ফলাফল:

যদিও খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ ঈমান এনেছিলো কিন্তু তাঁর এই অধ্যবসায়ই দাওয়াহ ইতিহাসের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে তিনি ছিলেন সম্মানিত আর দাঈদের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণা।

৩.২ হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর দাওয়াহর পদ্ধতি।

হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে বলা হয় "খলিলুল্লাহ" আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর দাওয়াহর কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতা। মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা।

পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য:

যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াহ:

নবী ইবরাহিম (আ.) হিকমাহ অবলম্বন করতেন সেই সম্পর্কে নানান ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জাতি, তাঁর পিতা এবং রাজা নামরূদের সাথে যুক্তিনির্ভর সংলাপ করেছেন। নমরুদের সাথে ইবরাহিম (আ.) এর কথোপকথনের বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে—

قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ

"ইবরাহিম বললেন, 'আমার প্রতিপালক সেই, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন।'" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৮)

আখলাক ও আচরণের মাধ্যমে দাওয়াহ:

নবীদের দাওয়াহ দেওয়ার মাঝে উত্তম আখলাক ও আচরণের মাঝে মানুষের কাছে দাওয়াহ পৌঁছানোর বিষয়টি সবচেয়ে আকর্ষণীয় যা মানুষকে দ্বীনের দিকে খুবই দ্রুত আকর্ষণ ও প্রভাবিত করছিলো। অতিথিদের প্রতি তাঁর আতিথেয়তা, ন্যায্যতা ও বিনয় ছিল দাওয়াহর বাস্তব রূপ।

ত্যাগ ও পরীক্ষা:

প্রত্যেক নবীদেরই দ্বীনের দাওয়াহ পৌঁছাতে স্বীকার করতে হয়েছে ত্যাগ। অধিকাংশ নবীকেই ত্যাগ করতে হয়েছে নিজ আবাসভূমি ইবরাহিম (আ.) কে তেমনই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বর্তমানেও এই ঘটনা সমাজে অহরহ দেখা মিলে। তাওহীদপর দিকে আহব্বাহ করার

ফলে মানুষ অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়। এছাড়াও ইবরাহিম (আ.) কে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার প্রস্তুতি কিন্তু আল্লাহর কুদরতে সেই ঘটনা আজ আমাদের জন্য শিক্ষা ও হজ্জের মৌসুমে লাখ লাখ হাজি সেই ঘটনা স্মরণ করে সম্মানের সাথে এসব ছিল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর পথে তাঁর সর্বোচ্চ সাধনার নিদর্শন।

ফলাফল:

তাঁর দাওয়াহর ফলেই পরবর্তীতে তাওহীদের ধারা নবীদের মাধ্যমে বহমান থাকে এবং কাবাঘর পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে ইসলামিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যত বেশি ত্যাগ ততই বেশি সম্মান। আল্লাহর জন্য কেউ যখন কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাকে বহুগুণে ফিরিয়ে দেন। ইবরাহিম (আ.) কে মুসলিম জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩.৩ হজরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা

হজরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহপ্রদত্ত বার্তাবাহক ও নেতৃত্বদানের অনন্য উদাহরণ। তাঁর দাওয়াহর মূল লক্ষ্য ছিল ফেরাউন ও বনি ইসরাইলকে আল্লাহর একত্ববাদে আহ্বান করা, বনী ইসরাইলকে শিরক ও ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা এবং ন্যায় ও ইমানভিত্তিক সমাজ গঠন করা। তাঁর দাওয়াহর ধারা ছিল দীর্ঘমেয়াদি, জ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসমৃদ্ধ এবং সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। মূসা (আ.) এর দাওয়াহ পদ্ধতিতে উনাকে আল্লাহ প্রদত্ত মুজিজার ব্যবহার করতেও দেখা যায়। নিচে তাঁর দাওয়াহর পদ্ধতি ও সাধনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

১. তাওহীদভিত্তিক দাওয়াহর আহ্বান

মূসা (আ.)-এর দাওয়াহর মূল কেন্দ্রে ছিল আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা অর্থাৎ তাওহীদের আহ্বান। মূসা (আ.) ঘোষণা করেন—

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

“তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে।” (আল-আন'আম ১৬৩)

তাঁর আহ্বান ছিল মানুষকে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং সৃষ্টির উপাসনা থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা। ফেরাউন যে নিজেকে ইলাহ দাবি করেছিল, মূসা (আ.) তাঁর যুক্তি, প্রমাণ ও কর্মের মাধ্যমে সেই মিথ্যাকে ভেঙে দেন।

২. হিকমাহ ও কোমল ভাষায় দাওয়াহ প্রদান

আল্লাহ তাঁকে (মূসা আ. কে) ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে নির্দেশ দেন—

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

“তোমরা গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় (আল্লাহকে) করবে।” (সূরা ত্বাহা, আয়াত ৪৪)

এই নির্দেশে দেখা যায়, মূসা (আ.)-এর দাওয়াহ ছিল হিকমাহপূর্ণ, ভাষা ছিলো কোমলতাপূর্ণ, মার্জিত ও কৌশলী । ফেরাউনের মতো কঠোর শত্রুর প্রতিও তিনি সম্মানজনক আচরণ বজায় রাখেন। এ থেকেই বোঝা যায়, দাওয়াহর মূল চাবিকাঠি হলো বুদ্ধিমত্তা, বিনয় ও ধৈর্য যার মাধ্যমে শত্রু মুখেও সংযম রক্ষা করা সম্ভব।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতার আদর্শ

সকল নবীদের মতোই দাওয়াহর পথে মূসা (আ.) প্রচণ্ড বিরোধিতা, অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মুখোমুখি হন। ফেরাউন তাঁকে জাদুকর বলে অভিযুক্ত করে, হত্যার ষড়যন্ত্র করে, এমনকি তাঁর জাতি বনি ইসরাইলকে দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। সকল প্রতিকূলতার মাঝে, ফেরাউনের মতো অমানবিক নিষ্ঠুর শাসকের সামনে তিনি মনোবল হারাননি বরং তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে দাওয়াহ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, তিনি বলেন —

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

“মুসা বলল, কখনও নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।” (সূরা আশ-শু’আরা ২৬:৬২)

এই ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমেই তিনি দাওয়াহর সংগ্রাম চালিয়ে যান। তাঁর ধৈর্য ইসলামী দাওয়াহর এক চিরন্তন আদর্শ।

৪. আত্মনিবেদন ও দোয়ার সাধনা

মূসা (আ.) ফেরাউনের মতো শক্তিশালী রাজা ও অন্যায়ের মুখে দাঁড়ানোর আগে তিনি প্রথমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা
করেন—

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ (٢٥) وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ ۙ(٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ (٢٧) يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ (٢٨)

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আর আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বাহা ২০:২৫–২৮)

এই দোয়াটি দাওয়াহকারীদের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণা। এটি প্রমাণ করে, প্রকৃত দাওয়াহর মূল শক্তি হলো আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও দোয়া।

৫. দীর্ঘমেয়াদি সাধনা ও ত্যাগ

মূসা (আ.) প্রায় ৪০ বছর বনি ইসরাইলের মধ্যে দাওয়াহর দায়িত্ব পালন করেন। বনি ইসরাইল বারবার অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল, এমনকি গরুর পূজা শুরু করেছিল। তবুও মূসা (আ.) তাদের শিক্ষা, সতর্কতা ও উপদেশের মাধ্যমে অবিরাম দাওয়াহ চালিয়ে যান। তিনি তাদের শেখান আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা হারাতে নেই এবং সর্বদা তাওবার পথে ফিরে আসতে। ফেরাউন থেকে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করলে মরুভূমির জীবন, কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর সাধনা থামেনি। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় প্রমাণ করে যে দাওয়াহ মানে অবিচল প্রচেষ্টা, ধৈর্য, সংগ্রাম ও আত্মনিবেদন।

৩.৬ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা।

হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন আল্লাহর এক বিশিষ্ট নবী, যিনি নৈতিকতা, ধৈর্য, আত্মসংযম ও প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবন ছিল দাওয়াহ ও তাযকিয়ার (আত্মশুদ্ধির) এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে কষ্ট, সংগ্রাম ও ইমানের মিশ্রণ, যা আল্লাহর পথে আহ্বানের এক ব্যতিক্রমী পদ্ধতি হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। উনার পুরো জীবনী দুঃখ-

ভারাক্রান্ত মানুষের জন্য সান্ত্বনা ও ইমান জাগানিয়া এক বার্তা। তিনি আল্লাহর হুকুমে সর্বাবস্থায় দাওয়াহ প্রচার করেছেন কখনো কারাগারে, কখনো রাজদরবারে, আবার কখনো পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়ে। তাঁর দাওয়াহ এর পুরোটা সময় জুড়ে উত্তম চরিত্র, জ্ঞান, ধৈর্য ও নেতৃত্বের বিষয়াবলী পরিলক্ষিত হয়।

১. আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান ও রূহানিয় প্রেরণা

হযরত ইউসুফ (আ.) শৈশব থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করেন। আল্লাহ উনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়ে দেন। কুরআনুল কারিমে এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَ لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ

"এবং এভাবেই আমি যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং যেন আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই।" (সূরা ইউসুফ ১২:২১)

এই জ্ঞান তাঁর আল্লাহর প্রদত্ত এক বিশেষ নেয়ামত ও সাহায্য ছিলো। তিনি মানুষকে বুঝিয়েছেন যে সত্যিকার প্রজ্ঞা আল্লাহর দান, এবং এটি দাওয়াহ প্রচারের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

২. ধৈর্য ও আত্মসংযম—দাওয়াহর নৈতিক দিক

ইউসুফ (আ.) জীবনের প্রতিটি বিপদে আল্লাহর উপর নির্ভর করেছেন। ভাইদের ষড়যন্ত্র,নারীর প্রলোভন- অন্যায় কারাবাস সবকিছুতে তিনি তাকওয়া ও আত্মসংযম প্রদর্শন করেছেন।

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ ১২:৯০)

ইউসূফ (আ.) ছিলেন একজন ধৈর্য্যশীল ও তাকওয়ার অধিকারী। তাঁর আখলাক পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য উত্তম দৃষ্টানস্বরুপ। এক অনন্য উদাহরণ প্রত্যেক চরিত্রবান নর ও নারীর জন্য উত্তম আদর্শ। এই আখলাক ও ধৈর্য মানুষকে প্রভাবিত করেছে। উত্তম আখলাক দাওয়াহর মূল শক্তিতে রূপ নিয়েছে।

৩. কারাগারে দাওয়াহ প্রচার—হিকমাহ ও যুক্তিনির্ভর আহ্বান

ইউসুফ (আ.) কারাগারে বন্দিদের মধ্যে দাওয়াহ পরিচালনা করেন।
বন্দিরা যখন তাঁর চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে আসে। তিনি সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাওহীদের বার্তা তুলে ধরেন। পবিত্র কুরআনে এসম্পর্কে বলা হয়েছে —

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار ُ

“হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ”?(সূরা ইউসুফ ১২:৩৯)

তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বোঝান যে একমাত্র আল্লাহই মানুষের প্রকৃত উপাস্য। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, দাওয়াহর ক্ষেত্র সীমিত নয়; বরং যে স্থানে ইমানের আলো পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটিই দাওয়াহর মঞ্চ। তাই যখনই কাউকে দাওয়াহ দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে হবে এখনই উত্তম সময় তাকে সত্যের দিকে, কল্যাণের দিকে, তাওহীদের দিকে আহ্বান করার তখনই সেই সময়কে উত্তমভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগাতে হবে।

৪. ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে দাওয়াহর বিস্তার

ইউসুফ (আ.) এর জীবনীতে উনার ভাইয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। যা বিস্তারিত কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। যখন তাঁর ভাইয়েরা অপরাধ স্বীকার করে, ইউসুফ (আ.) প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করেন। প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার পরও তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। এসম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

“*সে বলল, ‘আজ তোমাদের উপর কোন ভৎর্সনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু”। (সূরা ইউসুফ১২:৯২)*

এই উদারতা ও ক্ষমাশীলতা ছিল তাঁর দাওয়াহর অন্যতম কার্যকর দিক। কারণ ক্ষমাশীল দাঈ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেন, যা কঠোর ভাষায় কখনো সম্ভব নয়। দাওয়াহ এর ভাষা হতে হয় কোমল, হৃদয় জাগানিয়া। দাওয়াহ এর প্রাঙ্গনে কঠোরতার স্থান নেই।

কঠোতা মানুষের মনে ভালোবাসার চেয়েও বিদ্বেষ তৈরি করে। তাই দাঈদের উচিত ইউসূফ (আ.) এর জীবনী গভীরভাবে অধ্যায়ন করা।

৩.৫ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহ পদ্ধতি ও সাধনা

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁর দাওয়াহর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজীবনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। নবী ﷺ-এর দাওয়াহ শুধু ধর্মীয় আহ্বান নয়; এটি ছিল এক পূর্ণাঙ্গ সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক সংস্কার। তাঁর দাওয়াহর মাধ্যমে তাওহীদ, ন্যায়বিচার, মানবিকতা ও আখিরাতমুখী হয়ে দুনিয়ায় বিমুখীতা পরিলক্ষিত হয়। রাসূল ﷺ যে পদ্ধতিতে দাওয়াহ পরিচালনা করেছেন, তা ছিল হিকমাহ (প্রজ্ঞা), ধৈর্য, উত্তম আখলাক, ন্যায় পরায়ণতা, সততা, মানবিকতা ক্রমান্বয়তা ও বাস্তব প্রয়োগের সমন্বয়।

১. তাওহীদভিত্তিক আহ্বান

রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহর মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। তিনি মক্কার কুরাইশদের বহু ইলাহ কে ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

"বলো , আল্লাহ এক।" (সূরা আল-ইখলাস **১:১**)

তাওহীদের এই আহ্বান ছিল তাঁর দাওয়াহর কেন্দ্রবিন্দু। তিনি মানুষকে শেখান যে, আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য একমাত্র উপাস্য। মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইবাদত ও আনুগত্য করা। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা।

২. দাওয়াহ পদ্ধতি

রাসূল ﷺ এর কাছে যখন ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয় প্রথম কয়েকবছর তিনি
দাওয়াহ শুরু হয় গোপনে। এই দাওয়াহ তিন বছর পর্যন্ত সীমিত ছিল তাঁর নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে।

প্রথমে দাওয়াহ গ্রহণ করেন—খাদিজা (রা.), আম্মাজান খাদিজা (রা.) কে বলা হয় প্রথম মুসলিম। তিনিই ছিলো আল্লাহর রাসূলের সকল কাজের সহযোগী। যুকদের মাঝে প্রথম ইসলাম গ্রহন করেন আলী (রা.), প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাঝে প্রথম ইসলাম গ্রহন করেন আবু বকর (রা.), জায়েদ (রা.), উসমান ইবনে আফফান (রা.) প্রমুখ।
এরপর আল্লাহর নির্দেশ আসে—

وَ اَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ۟

"আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর"। (সূরা আশ-শু'আরা ২৬:২১৪)

এর মাধ্যমে দাওয়াহ প্রকাশ্যে রূপ নেয়। কুরাইশদের বিরোধীতা, অত্যাচার, আপমানের মাত্রাও বেড়ে যায়। এরপর আল্লাহর সাহ্যাযে আল্লাহর দ্বীন গোটা আরবে ছড়িয়ে যায়। দ্বীন ইসলামের বিজয় ঘটে।
এই ধাপভিত্তিক পদ্ধতি দাওয়াহর কার্যকর ও বাস্তবসম্মত রূপ প্রদর্শন করে।

৩. হিকমাহ, কোলমতা উত্তম আখলাক

নবী ﷺ কখনো কঠোর ভাষায় আহ্বান করেননি; বরং যুক্তি, কোমলতা ও নৈতিকতার মাধ্যমে দাওয়াহ দেন।
আল্লাহ বলেন —

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ؕ

"তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহবান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর।" (সূরা নাহল ১৬:১২৫)

তিনি বিরোধীদেরও অপমান না করে যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে সত্যের পথে আহ্বান করেছেন। এমনিতেই রাসূল ﷺ এর সততা, বিশ্বস্ততা ও দয়া এমন পর্যায়ে ছিল যে, ইসলামবিরোধীরাও তাঁকে "আল-আমিন" (বিশ্বস্ত) বলে ডাকত। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহর সবচেয়ে শক্তিশালী দিক ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁর আখলাকের জন্য সবাই উনাকে সম্মান করতো উনার আহ্বানকে এড়িয়ে চলতে পারতো না যদিও তারা সত্যেকে চেনার পরও বংশীয় মর্যাদা বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ থেকে সরে আসতে পারেনি বলা যায় আসেনি।

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

"আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত"। (সূরা কলম ৬৮:৪)

রাসূল ﷺ এর উত্তম আখলাক তাদের আকৃষ্ট করেছে ও বিরোধীদেরও মুগ্ধ করেছে। রাসূল ﷺ সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে, হিকমাহ ও কোমলতার মাধ্যমে সবাইকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন।

৪. ধৈর্য, ত্যাগ ও সাধনা

রাসূল ﷺ দাওয়াহর পথে অসংখ্য কষ্ট সহ্য করেছেন। মক্কার কুরাইশদের দ্বারা নির্যাতন, তায়েফে পাথর নিক্ষেপ,

সাহাবিদের ওপর সামাজিক বর্জন ও হত্যাচেষ্টা। এমনকি রাসলূ ﷺ কে কুরাইশরা হত্যার পরিকল্পনা করে। বিভিন্ন সময়ে মানসিক, মানসিক অত্যাচর সহ্য করতে হয়েছে।

তবু তিনি অবিচল থেকেছেন। তায়েফে রক্তাক্ত অবস্থায়ও তাঁর দোয়া ছিলো—

"হে আল্লাহ! এরা জানে না, তাই তাদের হিদায়াত দাও।"

এই ধৈর্যই নবুয়তের এক মহান নিদর্শন, যা দাঈদের জন্য চিরন্তন শিক্ষণীয়।

৫. সমাজ সংস্কার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

নবী ﷺ দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, অসাম্য ও কুসংস্কার দূর করেন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা মাধ্যমে তার তাকে সম্মান প্রদান ,

দাসমুক্তি ও মানবিক মর্যাদা,

মদ, জুয়া, সুদ ও বংশগৌরবের বিলোপ। এসব সংস্কারমূলক দাওয়াহ সমাজে নতুন নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করে। তাঁর দাওয়াহ কেবল ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রতি আহ্বান। যা সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোকিত করে। অন্যায়কে দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

৭. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণনির্ভর দাওয়াহ

ওহীর প্রথম বার্তা ছিলো - "পড়ো"
নবী ﷺ শুধু নিজে দাওয়াহ দেননি, বরং সাহাবিদের দাওয়াহর জন্য প্রশিক্ষিত করেছেন। দারুল আরকাম ছিল প্রথম ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র। যেখানে সাহাবিদের তাওহীদ, ধৈর্য ও দাওয়াহর কৌশল শেখানো হতো। পরবর্তীতে তিনি সাহাবিদের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াহর জন্য পাঠান—

- মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) কে পাঠানোর হয় মদিনায়।
- মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) কে পাঠানো হয় ইয়েমেনে। বিভিন্ন সময়ে দাওয়াহ এর জন্য সাহাবীদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়।

৮. কূটনৈতিক ও বৈশ্বিক দাওয়াহ

নবী ﷺ তাঁর দাওয়াহ সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসারিত করেন। তিনি বিভিন্ন রাজাদের কাছে চিঠি পাঠান—

- হিরাক্ল (রোম সম্রাট)
- নাজাশী (হাবশার রাজা)
- কিসরা (পারস্য রাজা)

এই লিখিত দাওয়াহ ইসলামকে বিশ্বজনীন পর্যায়ে পরিচিত করে তোলে। বিভিন্ন গোত্র প্রদানের সাথেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করেন। কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেন।

৯. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও দু'য়া নির্ভরতা

রাসূল ﷺ প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। বদর, উহুদ ও হুদায়বিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে তিনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। এছাড়া রাসূল ﷺ এর জীবনীতে সর্বাস্থায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হওয়া লক্ষণীয়। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন—

“সফলতা আল্লাহর কাছ থেকে ই আসে।”

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহর পদ্ধতি মানব ইতিহাসে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ দাওয়াহ মডেল।

তিনি যুক্তি, হিকমাহ, ধৈর্য ও চরিত্রের সমন্বয়ে এমন এক আদর্শ স্থাপন করেন যা যুগে যুগে দাঈদের পথপ্রদর্শক।

তাঁর দাওয়াহ আমাদের শেখায়

সত্যের পথে অবিচল থাকা, আখলাকের মাধ্যমে হৃদয় জয় করা,

ও আল্লাহর সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াহ পদ্ধতি তাই শুধু ধর্মীয় নয়, বরং মানব সভ্যতার এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা। তিনি এসেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হয়ে। রাসূল ﷺ-এর দাওয়াহ কোনো জাতি, বংশ বা শ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন—

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيۡرًا وَّ نَذِيۡرًا وَّ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۝

“আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না”। (সূরা সাবা ৩৪:২৮)

চতুর্থ অধ্যায়: নবীদের দাওয়াহর পথে বাঁধাসমূহ, সফলতা ও প্রতিক্রিয়া

প্রত্যেক নবী যখন আল্লাহর আদেশে মানষুকে তাওহীদ, ন্যায়বিচার ও সৎপথে আহ্বান করেছেন। তখন তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের নানান ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে । নবীদের জীবন শুধু আহ্বানের গল্প নয় এটি ছিল

সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষের ইতিহাস। কিন্তু এসব বাধা ও চ্যালেঞ্জ নবীদের মনোবল ভাঙতে পারেনি ; বরং তাদের ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও নৈতিক দৃঢ়তা দাওয়াহকে বিজয়ের পথে নিয়ে গেছে । নিচে নবীদের দাওয়াহর প্রধান বাধা, প্রতিক্রিয়া ও সফলতার বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো—

৪.১ নবীরা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন

নবীরা আল্লাহর পথে আহ্বান করার সময় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কঠোর বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন।

- **উপহাস ও বিদ্রূপ:**
    - নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতি বলেছিল— "আমরা দেখি তুমি শুধু বিভ্রান্ত।"
    - মূসা (আ.)-কে ফেরাউন বলেছিল— "এই তো এক জাদুকর!"
    - মুহাম্মদ ﷺ-কে কুরাইশরা বলেছিল— "তুমি তো এক কবি বা পাগল।"
- **নির্যাতন:**
  নবী ও তাঁর অনুসারীদের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হতো।
    - মক্কায় বিলাল (রা.), খুবাইব (রা.), সুমাইয়াহ (রা.) সহ অনেক সাহাবিরা ইসলাম গ্রহনের কারণে নির্যাতিত হন।

- ○ তায়েফে রাসূল ﷺ-কে রক্তাক্ত করা হয়।

নিজ গোত্র, নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের চক্রান্ত, নির্যাতন কোনো কিছুই নবীদের দাওয়াহকে ব্যাহত করতে পারেনি; বরং তাদের দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি করেছে। নবীরা ছিলেন আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত।

৪.২ হিজরত করতে বাধ্য হওয়া

নবীদের অনেকেই নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, কারণ তাঁদের দাওয়াহ শত্রুতার মুখে পড়ে। নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো প্রলোভনে যখন নবীদের দাওয়াহ থেকে সরাতে অক্ষম হয়। তখন তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়।

- ইবরাহিম (আ.) বাবিল ত্যাগ করে শাম ও মিসরে চলে যান।

- মূসা (আ.) মিশর থেকে মাদইয়ানে আশ্রয় নেন।

- মুহাম্মদ (ﷺ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

হিজরতের পর তাঁরা নতুনভাবে দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করেন। আর আল্লাহ তাঁদের কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। এটি প্রমাণ করে যে, দাঈ কখনো হাল ছাড়ে না; পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল বদলায়, কিন্তু লক্ষ্য পরিবর্তন করে না। যতই বাঁধা আসুক না কেন হাল ছাড়া যাবে না। দাওয়াহ এর প্রাঙ্গনে সর্বদা হিকমাহ এর সাথে কাজ করার পাশাপাশি ধীরস্থির থাকতে হবে, ইনশাআল্লাহ বিজয় আসবেই।

৪.৩ অনুসারীদের উপর নির্যাতন

নবীদের অনুসারীরাই ছিলেন দাওয়াহর সবচেয়ে বড় পরীক্ষিত অংশ। তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিলো। তাদের কাফিরা হত্যা পর্যন্ত করেছে।

- নূহ (আ.)-এর অনুসারীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

- ফেরাউনের আদেশে মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের সন্তানদের হত্যা করা হয়।

- নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবিদের ওপর মক্কায় অমানবিক নির্যাতন হয়। সুমাইয়া (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। বেলাল (রা.) কে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হয়।

কিন্তু এই নির্যাতনের মধ্যেও তাঁরা ঈমান থেকে বিচ্যুত হননি। তাদের ধৈর্যই দাওয়াহর শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তাদের তাওয়াক্কুল আজকের যুগের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

৪.৪ ইমানদার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

নবীরা কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়েই একটি দৃঢ় ইমানদার সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। যারা ছিলো সংখ্যায় অল্প কিন্তু বিশ্বাসে পরিপূর্ণ।

- নূহ (আ.)-এর অল্প সংখ্যক অনুসারীই তাঁকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু তারা ছিল বিশ্বাসে দৃঢ়।

- মূসা (আ.)-এর সঙ্গে একদল বনি ইসরাঈল নীল নদ পার হন।

- নবী মুহাম্মদ ﷺ মদীনায় এক ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে তোলেন। মুহাজির ও আনসররা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এই ইমানদার সমাজগুলো নবীদের দাওয়াহর ফলাফল। যেখানে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, ন্যায়বিচার ও পরস্পর সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.৫ সামাজিক সংস্কার

নবীদের দাওয়াহ কেবল ধর্মীয় আহ্বান নয়; এটি সমাজ সংস্কারের কাজে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করেন। অন্ধকারে একটুকরো তাওহীদের আলো জ্বেলে দেন। তাগুতকে ত্যাগ করার মাধ্যমে এক সত্য ইলাহকে ইবাদতের উপযুক্ত বলে স্বীকার করেন।

- ইবরাহিম (আ.) মূর্তি ভেঙে তাওহীদ প্রচার করেন।

- মূসা (আ.) ফেরাউনের দাসত্ব থেকে জাতিকে মুক্ত করেন।

- মুহাম্মদ (ﷺ) নারী অধিকার, দাসমুক্তি, ন্যায়বিচার ও দানব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সংস্কারগুলো দেখায়—দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজে নৈতিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব।

৪.৬ তাওহীদের প্রতিষ্ঠা

নবীদের দাওয়াহর মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা। তাঁরা প্রতিটি সমাজে তাওহীদের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, শিরক ও মূর্তিপূজা ধ্বংস করেছেন।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

“*আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে”। (সূরা নাহল ১৬:৩৬)*

নবীদের ধৈর্য ও যুক্তির মাধ্যমে তাওহীদ মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তা সময় নিয়েছিল।

৪.৭ নবীদের ধৈর্য ও প্রতিক্রিয়া

নবীরা প্রতিকূলতার মুখে কখনো হতাশ হননি। উনারা সবর করেছেন। হিকমাহ এর সাথে কাজ করেছেন।

- নূহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াহ দিয়েছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।
- মূসা (আ.) ফেরাউনের নির্যাতনেও দৃঢ় ছিলেন।
- মুহাম্মদ ﷺ তায়েফের কষ্টেও দোয়া করেছেন ক্ষমার জন্য। উহুদের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছেন।

তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল সহনশীলতা, আত্মসংযম ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। এটি দাওয়াহর সফলতার ভিত্তি, যা পরবর্তীতে সমাজিক অবস্থার পরিবর্তনের রূপ নেয়।

৪.৮ শত্রুদের জন্য দোয়া

নবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা ও হিদায়াতের দোয়া। উনারা ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে কারো উপর ই বদদু'আ করেননি।

- নূহ (আ.) তাঁর জাতির জন্য বহুবার দোয়া করেছেন।

- মূসা (আ.) ফেরাউনের জন্য দোয়া করেছেন, যেন সে সত্য উপলব্ধি করে।

- মুহাম্মদ ﷺ তায়েফে পাথর নিক্ষেপের পরও বলেছেন-
  "হে আল্লাহ! তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন মানুষ দাও যারা তোমাকে চিনবে।"
  এই দোয়া নবুয়তের আখলাক ও দাওয়াহর নৈতিক উৎকর্ষের প্রমাণ। সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন আখলাকের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। নবীরা ছিলেন নিস্পাপ ও আল্লাহর প্রিয়। আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

৪.৯ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে দৃঢ় থাকা

নবীরা দাওয়াহর পথে কখনো হিংসা বা প্রতিশোধের পথে যাননি। তাঁদের দাওয়াহ ছিল সর্বদা শান্তিপূর্ণ, যুক্তিনির্ভর ও নৈতিকতার ভিত্তিতে।

- মুহাম্মদ ﷺ হুদায়বিয়ার চুক্তির সময় রাসূল ﷺ উমরাহ করতে গেলে কুরাইশরা বাঁধা দেয় এবং শর্তারোপ করে যে এই বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। মুসলিমরা এটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও রাসূল ﷺ হিকমাহ এর সাথে কাজ করে কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ নয়, মানুষের হৃদয়ে ইসলামের বীজ রোপণ করা। এরপরই মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়।

- মূসা (আ.) ফেরাউনের কাছে যেতে বলা হয়েছিলো- "কোমলভাবে কথা বলো" (সূরা ত্বা-হা ২০:৪৪)।

তিনি সেই আদেশ মেনেই ফেরাউনকে দাওয়াহ প্রদান করেন। ফেরাউন ভীতসন্ত্রস্ত হয়।

এইসব নীতি আজও ইসলামী দাওয়াহর জন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নবীদের দাওয়াহ কখনো সহজ ছিল না। তাঁরা সম্মুখীন হয়েছেন উপহাস, নির্যাতন, নির্বাসন ও প্রতারণার; তবুও তাঁরা অবিচল ছিলেন। তাঁদের ধৈর্য, তাওয়াক্কুল, হিকমাহ ও চরিত্রের দৃঢ়তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চূড়ান্ত সফলতার কারণ হয়। তাঁদের দাওয়াহর ফলস্বরূপ পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়, ন্যায়বিচারের সমাজ গড়ে ওঠে এবং মানবতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।
নবীদের দাওয়াহর এই ইতিহাস শুধু অতীত নয়; এটি আজও সকল দাঈ, সংস্কারক ও নেতা—সবার জন্য এক চিরন্তন অনুপ্রেরণা।

পঞ্চম অধ্যায়: বর্তমান যুগে নবীদের দাওয়াহ থেকে শিক্ষা

নবীদের দাওয়াহ কেবল অতীতের ইতিহাস নয়; বরং তা বর্তমান যুগের জন্যও এক চিরন্তন দিকনির্দেশনা।

আজকের সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মবিমুখতা, সেকুলারিজম, বস্তুবাদ ও মানসিক বিকৃতি-বিভ্রান্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় নবীদের দাওয়াহর পদ্ধতি ও শিক্ষাগুলো আমাদের জন্য একমাত্র দিকনির্দেশ। পরিবার ও সমাজ কে বাঁচাতে হলে ইসলাম ও এর দিকে আহ্বান ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই।

নবীরা যেমন যুক্তি, হিকমাহ, উত্তম আচরণ, ধৈর্য ও আখলাকের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন, তেমনি বর্তমান দাঈদেরও উচিত এসব নীতি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

নিচে নবীদের দাওয়াহ থেকে আধুনিক যুগের জন্য শিক্ষাগুলো বিশ্লেষণ করা হলো—

৫.১ ব্যক্তিগত জীবনে দাওয়াহর প্রয়োগ

দাওয়াহর মূল সূচনা হয় নিজ থেকে। আল্লাহ নবীদের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন যে, তাঁদের আখলাক পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সম্মানের ও কথা গুলো যুক্তিযুক্ত। নবীরা প্রথমে নিজেদের জীবনকে আদর্শে রূপান্তরিত করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সেই বিশেষত্ব দান করেছেন। তারপর তাঁরা মানুষকে আহ্বান করেছেন।

আল্লাহ বলেন — "তোমরা কি মানুষকে ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করো অথচ নিজদের ভুলে যাও?" (সূরা বাকারা ২:৪৪)

অতএব, বর্তমান যুগে দাওয়াহর কার্যকরতা শুরু হবে ব্যক্তিগত সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি থেকে।

- নিজেকে নামাজ, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও পরহেজগারিতে অভ্যস্ত করতে হবে।

- কথায় নয়, কর্মে দাওয়াহ প্রকাশ করা। একজন দাঈ নিজের আখলাককে উন্নত করার মাধ্যমে, নিজে ইসলাম সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে অন্যকে দাওয়াহ দিবে। যদি এমনভাবে উপস্থাপন ও আহ্বান করা হয় তবে তা অধিক গ্রহণযোগ্য হবে।

- নিজের জীবনকে এমনভাবে সাজানো, যাতে মানুষ দেখেই ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করে। এমন পদ্ধতি দাওয়াহ প্রধানের সর্বোত্তম পদ্ধতির একটি।

অর্থাৎ, দাওয়াহ শুরু হবে “নিজেকে দিয়ে অতঃপর নিজেকে দাঈ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে”।

৫.২ চরিত্র গঠন ও আমলের মাধ্যমে অন্যকে প্রভাবিত করা

নবীদের দাওয়াহর অন্যতম ভিত্তি ছিল উত্তম চরিত্র ও বাস্তব আমল।

- হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

“আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত”। (সূরা কলম ৬৮:৪)

চরিত্রের শক্তি এমন এক দাওয়াহ যা হৃদয়ে প্রবেশ করে—

- সততা, নম্রতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়পরায়ণতা দাওয়াহর সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

- বক্তৃতার চেয়ে চরিত্রের ভাষা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। তাই শুধু মুখেই বললেই হবে না আগে নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করতে হবে।

আজকের যুগে মুসলমানদের চরিত্রই ইসলামের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হতে পারে। একজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র বা কর্মচারী প্রত্যেকেই নিজের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিনিধি হতে পারে। ইসলামকে বিশ্ব দরবারপ ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.৩ পারিবারিক ও সামাজিক দাওয়াহ

নবীদের দাওয়াহ পরিবার থেকেই শুরু হয়েছিল।

- নূহ (আ.) তাঁর সন্তানদের আহ্বান করেন।

- ইবরাহিম (আ.) তাঁর পিতা আজারকে দাওয়াহ দেন।

- মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার ও আত্মীয়দের সতর্ক করেন প্রথমেই।

বর্তমান যুগে দাওয়াহর সবচেয়ে কার্যকর ক্ষেত্র হলো পরিবার ও সমাজ।

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কুরআন পাঠ, হাদিসের আলোচনা ও পাঠ দান, নামাজ, ইসলামী মূল্যবোধ জানা ও চর্চা শুরু করা।

- সমাজে দাওয়াহর জন্য ভালো ব্যবহার, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়চর্চা করা।

- ইসলামী সভা, শিক্ষাকেন্দ্র, মহল্লাভিত্তিক আলোচনাসভা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তরুনদের নিয়ে সেবামূলক, দাওয়াহমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা।

দাওয়াহর এই সামাজিক রূপ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। সমাজে মূল্যবোধ ফিরিয়ে সমাজকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

৫.৪ পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি, এবং নবীদের দাওয়াহ পরিবারের মধ্যেই প্রথম ফল দেয়।

- নবী ইবরাহিম (আ.), ইউসূফ (আ.), নূহ (আ.) ও মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁদের জীবনী পড়লে বুঝা তাঁরা পরিবারকে নামাজ ও তাকওয়ায় উৎসাহিত করেছেন।
  ইবরাহিম (আ.) দু'আ করেছেন—
  "হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার সন্তানদের নামাজের কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪০)

বর্তমান সময়ে দ্বীনি পরিবেশ তৈরির কিছু বাস্তব ধাপ—

- পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিদিন অল্প সময়ের তাফসির বা হাদিস পাঠের আসর রাখা। কুরআন তাদাব্বুর করা।

- নামাজ ও দু'আ পরিবারে একসাথে আদায় করা। সবাইকে সালাত ও কুরআন পাঠে তাগিদ প্রদান করা উৎসাহিত করা।

- সন্তানদের ইসলামী ইতিহাস ও আদর্শ শেখানো।

- প্রযুক্তি ও মিডিয়ার ব্যবহারকে নৈতিকতার আওতায় আনা। বাচ্চাদের জন্য এবং নিজের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত করা।

এভাবে পরিবার হবে ছোট একটি "দাওয়াহ কেন্দ্র", যা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

৫.৫ ভাষা ও আচরণে হিকমাহর প্রয়োগ

নবীরা সর্বদা কোমল ভাষা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণে দাওয়াহ করেছেন।
আল্লাহ বলেন — "তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল ১৬:১২৫)
এবং অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—
ফেরাউনের প্রতিও মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে বলা হয়, "তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো।" (সূরা ত্বা-হা ২০:৪৪)
বর্তমান যুগে দাওয়াহর জন্য প্রয়োজন—

- কঠোর বা আক্রমণাত্মক ভাষা পরিহার করা। দাওয়াহ এর ভাষা হবে কোমল ও সহমর্মিতাপূর্ণ।

- ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বুঝে কথা বলা। কখনোই পরিস্থিতি অনুমান ব্যতিত কাউকে দাওয়াহ প্রদান করা উচিত না। মানুষ সবসময় একই মেজাজে থাকে না তাই দাওয়াহ দিতে হলে ব্যক্তির মেজাজ এবং দাওয়াহ এর পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

- সমালোচনার বদলে ভালোবাসা, যুক্তি ও সহমর্মিতা ব্যবহার করা। কেউ বুঝতে না চাইলে তার উপর চওড়াও হওয়া যাবে না। তাকে সময় দিতে হবে।

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাওয়াহ দিতে হলে ভাষা হতে হবে শালীন, সত্যনিষ্ঠ ইতিবাচক ও যুক্তিনির্ভর।

হিকমাহপূর্ণ দাওয়াহ মানুষকে আকৃষ্ট করে, দূরে ঠেলে দেয় না। তাই দাওয়াহ এর ভাষা কে মার্জিত ও আকর্ষণীয় করতে হবে। কোনো কিছু না জানলে চুপ থাকতে হবে উল্টাপাল্টা যুক্তি দেওয়া পরিহার করতে হবে। যে অধিক জ্ঞানী তার সাহায্য নিতে হবে। মনে রাখতে হবে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে ইসলামকে ছোট করা যাবে না।

৫.৬ জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াহ

নবীদের দাওয়াহ ছিল জ্ঞান ও প্রমাণভিত্তিক।

- ইবরাহিম (আ.) তার জাতিকে যুক্তি দিয়ে বোঝান— সূর্য, চন্দ্র ও তারা উপাস্য হতে পারে না।

- মূসা (আ.) ফেরাউনের সামনে মুজিযা প্রদর্শন করেন প্রমাণস্বরূপ।

- মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের মাধ্যমে জ্ঞান, যুক্তি ও ন্যায়ের বার্তা পৌঁছে দেন।

বর্তমান যুগে দাওয়াহকে সফল করতে হলে—

1. ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইসলাম জ্ঞানের সমুদ্র। আর কোনো বিষয়ে কথা বলতে গেলে সেই বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে।

2. বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও আধুনিক যুক্তি ব্যবহার করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

3. কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

4. ভুল ধারণা ও ইসলামবিদ্বেষের জবাব দিতে যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করতে হবে, রাগ নয়।

আজকের দাঈ হতে হবে জ্ঞান, যুক্তি ও চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত এক আলোকবর্তিকা।

বর্তমান যুগে নবীদের দাওয়াহ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো — দাওয়াহ কথার নয়, কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
নবীদের মতো আমাদেরও—

- নিজেদের সংশোধন,

- আখলাকের উন্নয়ন,

- পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি,
- এবং সমাজে শান্তি, ন্যায় ও মানবতার দাওয়াহ চালিয়ে যেতে হবে।

তাঁদের ধৈর্য, হিকমাহ ও জ্ঞাননির্ভর দাওয়াহ আজও মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ। নবীদের দাওয়াহ তাই শুধু ইতিহাস নয় এটি চিরন্তন জীবনপথ ও আধুনিক সমাজের পুনর্জাগরণের মূল অনুপ্রেরণা।

উপসংহার

নবীদের দাওয়াহ মানবজাতির জন্য সত্য, ন্যায় ও তাওহীদের পথে ফিরে আসার এক চিরন্তন আহ্বান। এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, যুগভেদে পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জ ভিন্ন হলেও নবীদের দাওয়াহর মূল লক্ষ্য ছিল এক—মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত করা, আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনেই জীবনকে পরিচালিত করা। আল্লাহর নির্দেশিত সৎপথে জীবন পরিচালিত করা এবং মানুষকে সৎ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।

গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে দাওয়াহর ভিত্তি হলো তাওহীদ, কোমল ভাষা, হিকমাহ, ধৈর্য, দাওয়াহ নিকটজন থেকে শুরু করা এবং উত্তম চরিত্রের মাঝেই অন্যের কাছে দাওয়াহ প্রদর্শন করা। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নবীদের দাওয়াহকে শুধুই ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ইউসূফ (আলাইহিমুস সালাম) ও মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দাওয়াহ পদ্ধতির আলোচনায় দেখা যায় তাঁদের পথ ভিন্ন হলেও নীতি ছিল অভিন্ন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর দাওয়াহ পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও প্রাসঙ্গিক।
সার্বিকভাবে বলা যায়, নবীদের দাওয়াহ কোনো ঐতিহাসিক অধ্যায় নয়; নিছক কোনো গল্প ও নয়। এটি আজও মানবতার জন্য জীবন্ত পথনির্দেশনা। আধুনিক যুগে দাঈরা যদি নবীদের এই প্রজ্ঞা, আখলাক ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তবে সমাজে শান্তি, ন্যায় ও সত্যিকার পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা সম্ভব ইনশাআল্লাহ।
তাই আমাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মেহনত করতে হবে। নবীদের জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। নবীদের দেখানো পথ অনুসরণ করতে হবে। নবীরা যেভাবে দাওয়াহ দিতেন

সেইভাবেই দাওয়াহ দিতে হবে। তাই নবীদের মতো দাওয়াহ দিতে হলে জানতে হবে কেমন ছিলো নবীদের দাওয়াহ।